জানাবাতের আহকাম

"জুনুব" جُنُب শব্দটির অর্থ হলো: অপবিত্র শরীরবিশিষ্ট।

والمراد بالجنب عند الفقهاء هو من وجب عليه الغسل بالجماع أو احتلام أو خروج المني

সহবাস, স্বপ্নদোষ, বা মনি নির্গত হওয়ার দ্বারা যার উপর গোসল ফরয হয় তাকে জুনুবী বলা হয়।

মনি-মযী-ওদী এর পরিচয় এবং হুকুম

প্রস্রাব ব্যতীত যৌনাঙ্গ থেকে যা কিছু বাহির হয় তা তিন প্রকার। যথাঃ

(১) মনি (বীর্য)

وَمَنِيُّ الرَّجُلِ خَاثِرٌ أَبْيَضُ رَائِحَتُهُ كَرَائِحَةِ الطَّلْعِ فِيهِ لُزُوجَةٌ يَنْكَسِرُ الذَّكَرُ عِنْدَ خُرُوجِهِ، وَمَنِيُّ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَر

পুরুষের মনি বা বীর্য হলঃ-যা সাদা গাঢ় একপ্রকার গন্ধমাখা পিচ্ছিল পানি যা উত্তেজনার সাথে আটকিয়ে আটকিয়ে বের হয় এবং বের হওয়ার সাথে সাথে পুঃলিঙ্গ নেতিয়ে পড়ে, আর মহিলার বীর্য হল, পাতলা প্রায় হলুদ বর্ণের।

(২) মযি

وَالْمَذْيُ رَقِيقٌ يَضْرِبُ إِلَى الْبَيَاضِ يَبْدُو خُرُوجُهُ عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ مَعَ أَهْلِهِ بِالشَّهْوَةِ

মযিঃ যা স্ত্রীকে কামুত্তেজনায় স্পর্শের সময় বাহির হয় এবং যা দেখতে প্রায় সাদা রঙ এর এবং মহিলারও বের হয়।

(৩) ওদী

وَالْوَدْيُ بَوْلٌ غَلِيظٌ وَقِيلَ مَاءٌ يَخْرُجُ بَعْدَ الِاغْتِسَالِ مِنْ الْجِمَاعِ وَبَعْدَ الْبَوْلِ. كَذَا فِي التَّبْيِينِ.

ওদীঃ গাঢ় প্রস্রাব, কেউ কেউ বলেনঃ ঐ পানি যা সহবাসের পরে গোপনাঙ্গ ধৌত করা পর বাহির হয় এবং যা প্রস্রাবের পর বাহির হয়।

উপরোক্ত তিনপ্রকারেরর মধ্যে শুধুমাত্র মনি বের হলে গোসল ফরজ হবে। অন্যান্যগুলো বের হলে গোসল ফরজ হবেনা। বরং গোপনাঙ্গ ধৌত করে ওজু করে নিলেই পবিত্রিতা অর্জিত হবে। এক্ষেত্রে গোসলের কোনো প্রয়োজন পড়বেনা।

মনী, মযী ও ওদীর মধ্যে পার্থক্য:

মযী হচ্ছে উত্তেজনার সময় লিঙ্গাগ্র দিয়ে নির্গত আঠালো পানি। আর মনী হচ্ছে; চরম উত্তেজনাসহ লিঙ্গাগ্র দিয়ে লাফিয়ে পড়া শুভ্র বর্ণের গাঢ় পানি, যা মানব সৃষ্টির মৌলিক পদার্থ। এতে গোসল ফরয হয়। তেমনিভাবে ওদী হচ্ছে প্রস্রাবের আগে-পরে নির্গত শুভ্র বর্ণের ঘোলাটে পানি। যাতে গোসল ফরয হয় না।

নিম্নোক্ত কারণে জুনুবী হয়

১. উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত হলে

২. পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করলে

৩. হায়েজ-নেফাস থেকে পবিত্রতা হওয়ার পর

১. জাগ্রত বা নিদ্রা অবস্থায় উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত হওয়া।

বীর্য থাকার স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় উত্তেজনা পাওয়া শর্ত অর্থাৎ বীর্য যদি স্বস্থান (অণ্ডকোষ) থেকে উত্তেজনা বশত উঠে এসে শরীর থেকে বের হয় তবে গোসল ফরয। বের হওয়ার সময় উত্তেজনা থাকুক বা না থাকুক।

ব্যতিক্রম শুধু ঘুমের ক্ষেত্রে..

- নিদ্রা অবস্থায় উত্তেজনা অনুভব না হলেও গোসল করা ফরজ অর্থাৎ নিদ্রা অবস্থায় গোসল ফরজ হওয়ার জন্য বীর্যপাত শর্ত; তাতে উত্তেজনা থাকুক আর না থাকুক; সেটা কোনো বিষয় নয়। তাই ঘুম থেকে উঠার পর কেউ যদি বীর্য দেখতে পায় আর স্বপ্নদোষের কথা মনে না থাকে, তবে গোসল ফরজ হবে।

আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল যে, সে ঘুম থেকে জেগে ভিজা দেখতে পাচ্ছে কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা মনে করতে পারছে না।

قَالَ يَغْتَسِلُ .وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلاً قَالَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ قَالَ" نَعَمْ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

‘তিনি বললেন, সে গোসল করবে। অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল যে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে কিন্তু বীর্যপাতের কোন আলামাত দেখতে পাচ্ছে না। তিনি বললেন, “তাকে গোসল করতে হবে না।” উম্মু সালামা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন স্ত্রীলোক যদি এমনটি দেখতে পায় (স্বপ্নদোষ হয়) তবে তাকে কি গোসল করতে হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, স্ত্রীলোকেরা পুরুষদেরই সদৃশ। তিরমিযী-আবু দাউদ ২৩৪

বিবিধ মাসাঈল

- বীর্য যদি স্বস্থান থেকে উত্তেজনা বশত না আসে; তাহলে শরীর থেকে বীর্য বের হলেও গোসল ফরয হবে না। যেমন: ভারী বস্তু উত্তোলনের কারণে, কোন উঁচু জায়গা থেকে পড়ে গেলে, আঘাত পেলে ইত্যাদি কারণে বীর্য নির্গত হলে, গোসল ফরয হবেনা। কেননা এতে উত্তেজনা পাওয়া যায়নি।
- রোগ/ব্যাধির কারণে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বীর্য নির্গত হলে সেক্ষেত্রে গোসল ফরয হবে না।
- কেউ যদি স্বপ্নে বীর্যপাত হতে দেখে এবং উত্তেজনাও অনুভব করে কিন্তু; ঘুম থেকে উঠে কাপড়ে আর্দ্রতা বা অন্য কোন আলামত না পায় তবে গোসল ফরয হবে না। তিরমিযী-আবু দাউদ ২৩৪
- যদি কারো স্বপ্নদোষ হয়, বীর্যপাত না ঘটে, তাহলে গোসল ফরজ হবে না।

বি.দ্র- যদি বীর্য দেখা যায় কিন্তু কখন স্বপ্নদোষ হয়েছে তা মনে না থাকে, তাহলে গোসল করতে হবে এবং সর্বশেষ ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর যত নামাজ আদায় করা হয়েছে তা পুনরায় পড়তে হবে।

মহিলাদের বীর্যপাত?

মহিলাদেরও বীর্যপাত এর ক্ষেত্রে গোসল ফরয হবে। হযরত উম্মে সালমা রা. থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, ‘একবার হযরত উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান রা. নবী করিম সা. এর দরবারে উপস্থিত হলেন। অত:পর বললেন হে আল্লাহর রাসুল! সত্যের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা সংকোচ বোধ করেন না। মহিলাদের যখন পুরুষদের মতো স্বপ্নে স্বপ্নদোষ হতে দেখে, তবে কি তাদের ওপর গোসল ফরজ? প্রতি উত্তরে রাসুল সা. বললেন,

فَلْتَغْتَسِلْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِذَا رَأَتْ ذَاكِ

হ্যাঁ, যখন সে তরল পদার্থ বা পানি দেখে, তখন যেন সে গোসল করে নেয়।’ সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ২৮২

সুতরাং উক্ত হাদিস দ্বারা বুঝা গেলো পুরুষের ন্যায় মহিলাদেরও স্বপ্নদোষ হয়। মহিলাদের স্বপ্নদোষ জানার অন্যতম উপায় হলো বীর্যপাতের সময় আনন্দ উপভোগ করা এবং বীর্যপাতের পর যৌন চাহিদা দুর্বল হয়ে পড়া। এটা পাওয়া গেলে সকল ফুকাহায়ে কেরাম একমত যে তার ওপর গোসল ফরজ।

উল্লেখ্য যে, স্বাভাবিক ভাকে মহিলার যৌনিদ্বার দ্বারা যেই পানি বের হয় তাকে Cervical fluid বলে।
আর মেডিক্যাল সাইন্স অনুযায়ী ‘যে ডিসচার্জ দ্বারা নারী উত্তেজনা অনুভব করে তাকে Arousal fluid বলে।
আর ইসলামী ফিকহ সাইন্সে এটার সাথেই নারীর গোসল ফরয হওয়ার হুকুম প্রদান করা হয়েছে।

২. স্বামী-স্ত্রী সহবাস করার দ্বারা গোসল ফরয হয়।

সহবাসের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর যৌনাঙ্গে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ হলেই গোসল ফরজ হয়ে যাবে। কেননা এ ব্যাপারে নবী সা. বলেন,

إذا التَقَتِ الخِتانانِ وتوارَتِ الحشفةُ فقد وَجَبَ الغُسْل

‘যখন দুটি ছেদিত অংশ মিলিত হয়; তখন গোসল ফরয হয়।’ সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৯১

৩. হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর গোসল করা ফরয। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“তারা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে হায়েয সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অপবিত্র। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী মিলন থেকে বিরত থাক। ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে না; যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে। যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের পছন্দ করেন।” সূরা বাক্বারা, আয়াত নং- ২২২

জানাবাতের অবস্থায় যেসব আমাল সম্পাদন করা নিষিদ্ধ

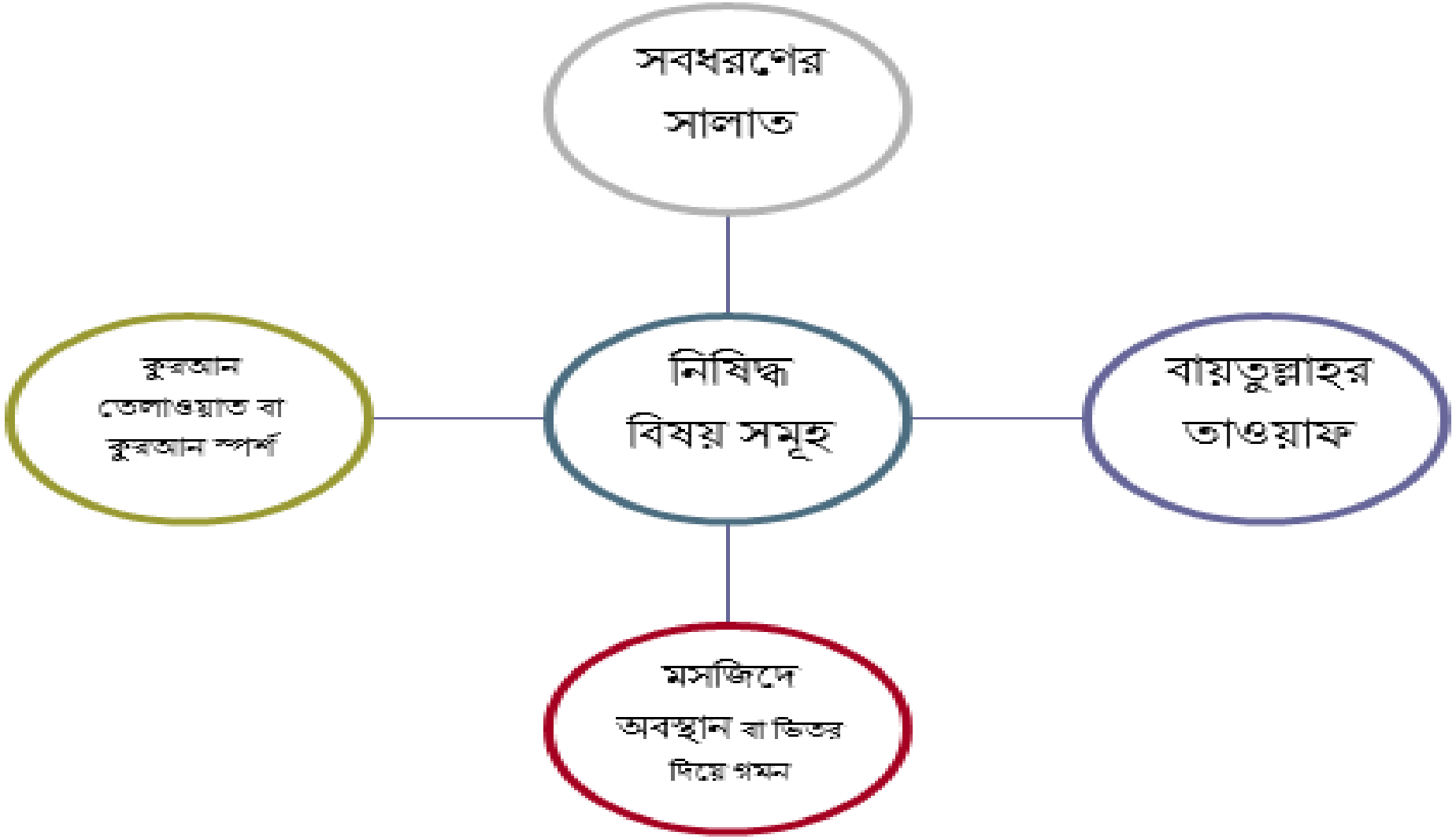

বিস্তারিত আলোচনা..

১. সালাত পড়াঃ জুনুবী অবস্থায় সালাত পড়া জায়েয নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত বা জুনুবী অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হবে না যতক্ষণ না তোমরা বোধ শক্তি ফিরে পাও এবং গোসল কর। তবে পথ অতিক্রমের উদ্দেশ্যে তোমরা মসজিদের উপর দিয়ে চলতে পার।" সূরা নিসা, আয়াত নং-৪৩

মোটকথা; যেসব আমাল/ইবাদাত অযু ছাড়া করা করা যায়না। সেগুলো জানাবাত অবস্থায় গোসল ছাড়াও করা নাজায়েয হয়ে যায়। যথা- সালাত, সেজদায়ে তেলাওয়াত, সেজদায়ে শুকুর, কাবা শরীফের তাওয়াফ ইত্যাদি।

২. কা'বা শরীফ তাওয়াফ করাঃ জুনুবী অবস্থায় কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা নাজায়েয। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ، إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُوْنَ فِيْهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيْهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيْرٍ

"কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা সালাতের ন্যায়। তবে তাতে কথা বলা যায়। অতএব, তোমরা কথা বলতে চাইলে কল্যাণকর কথাই বলবে।" তিরমিযী, হাদীস নং ৯৬০

৩. কোন অনিবার্য কারণ ছাড়া মসজিদে অবস্থান বা গমন করাঃ জুনুবী অবস্থায় মসজিদে অবস্থান বা গমন করা যাবে না। আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

وَجِّهُوْا هَذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ؛ فَإِنِّيْ لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ

"তোমরা মসজিদমুখী ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে দাও। কারণ, ঋতুবর্তী বা জুনুবী ব্যক্তির জন্য মসজিদে অবস্থান করা জায়েয নয়।" আবু দাউদ, ২৩২

৪. ক. (গিলাফ বিহীন) কুরআন মাজীদ স্পর্শ করাঃ জুনুবী অবস্থায় কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা নাজায়েয, আমর ইবনে হাযম, হাকীম ইবনে হিযাম ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

لاَ يَمَسُّ الْقُرآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ.

"পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া তোমাদের কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না।" দারাকুত্বনী, হাদীস নং-৪৩১

খ. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতঃ জুনুবী অবস্থায় কুরআন মাজীদ পড়া যাবে না। তবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়া যাবে এবং দুআর আয়াতগুলো দুআর উদ্দেশ্যে পড়া যাবে।

'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا

"রাসূলুল্লাহ সা. জুনুবী অবস্থা ছাড়া যে কোনো সময় আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন।" তিরমিযী, হাদীস নং- ১৪৬

জানাবাতের অবস্থায় যেসব আমল জায়েয

নামায, তাওয়াফ, কুরআন তেলাওয়াত ও স্পর্শ করা এবং মসজিদে গমণ করা ছাড়া অন্যান্য সবধরণের কাজ করা যাবে। যথা- জিকির-আযকার করা, দরুদ শরীফ পড়া, বিভিন্ন দোয়া পড়া, ঘরের কাজ করা, পানাহার করা সহ ইত্যকার কোনো কাজই নিষেধ নয়। একাধিক হাদীসে এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর সঙ্গে মদিনার কোন এক পথে রাসূল ﷺ-এর দেখা হল। আবু হুরায়রা রাযি. তখন জানাবাতের অবস্থায় ছিলেন। তিনি বলেন, আমি নিজেকে নাপাক মনে করে সরে পড়লাম। পরে আবু হুরায়রা রাযি. গোসল করে আসলেন। পুনরায় সাক্ষাৎ হলে রাসূল ﷺজিজ্ঞেস করলেন, আবু হুরায়রা! কোথায় ছিলে? আবু হুরায়রা রাযি. বললেন, আমি জানাবাতের অবস্থায় আপনার সঙ্গে বসা সমীচীন মনে করিনি। নবীজী ﷺবললেন, سبحان الله، إن المسلم لا ينجس সুবহানাল্লাহ্! মু'মিন নাপাক হয় না। সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৭৯

তবে অন্যান্য কাজ একেবারে নিষেধ না হলেও কোনো কাজ করার আগে গোপনাঙ্গ ধুয়ে নেয়া ও অজু করে করে নেয়ার কথা একাধিক হাদীসে এসেছে। আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত,

"রাসূল ﷺ জানাবাতের (গোসল ফরজ) অবস্থায় পানাহার কিংবা ঘুমানোর ইচ্ছা করলে নামাজের অজুর মত অজু করে নিতেন।" সহীহ মুসলিম-৩০৫

উল্লেখ্য, ফরজ গোসল বিলম্বিত হওয়ার কারণে যদি নামাজ কাজা হয়ে যায় তাহলে গোনাহগার হতে হবে। তীব্র লজ্জা এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য কোনো ওজর নয়; সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি।

সাদাস্রাব: মহিলাদের যোনিদ্বার থেকে সাদা, হলুদ বা সবুজ রংঙের স্রাবের প্রবাহ যা স্বাভাবিক ভাবে বের হয় হলো সাদাস্রাব।

হুকুম: সাদাস্রাব বের হলে গোসল ফরয হয় না।

মহিলাদের সাদাস্রাব হলে গোসল করতে হবে না। তবে তা নাপাক ও অযু বিনষ্টকারী। তাই তা কাপড়ে বা শরীরে লেগে গেলে ধুয়ে নিতে হবে এবং অযু করে নিয়মিত সালাত আদায় করতে হবে।